তারিখ 15 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ৬

দৈনিক
আমাদের সময়

নামিদামি স্কুলে দৌড়ঝাঁপ
পছন্দে পিছিয়ে সরকারিগুলো

নতুন বর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি

এম এইচ রবিন ●

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় ভর্তি মৌসুম নভেম্বর ও ডিসেম্বর। নতুন বছরে প্রিয় সোনামণিকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর জোর প্রস্তুতি নেন অভিভাবকরা। মানসম্পন্ন পাঠদান আর পরিবেশ খুঁজতে গিয়ে ভালো স্কুলে ভর্তির বিড়ম্বনায়ও পড়েন। শিক্ষার্থী ভর্তিতে বেসরকারি স্কুলগুলো অভিভাবকদের আস্থা অর্জন করতে পারলেও পিছিয়ে আছে সরকারি স্কুল। রাজধানী, বিভাগীয় এবং জেলা শহরের স্বনামধন্য বেসরকারি স্কুলে একটি ভর্তি আসন অভিভাবকদের কাছে যেন সোনার হরিণ।

শিক্ষাবিদ আর অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সন্তানকে পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিত করতে নানা পন্থা বেছে নিচ্ছেন অভিভাবকরা। কোনো শিশুর বয়স বাড়িয়ে দিচ্ছেন, আবার কেউ নতুন জন্মসনদ নিয়ে বয়স কমিয়ে নিচ্ছেন। পছন্দের স্কুলে ভর্তি নিশ্চিত না করতে পেরে অনেকে পরের বছরের জন্য অপেক্ষা করেন। ভর্তির মৌসুমে অভিভাবকদের নির্ঘুম রাত কাটে। দিনে শিক্ষার্থীদের নিয়ে কোচিংয়ে ছোটাছুটি। রাতে বাসায় পড়ানো। এমন চাপে পিষ্ট কোমলমতি শিশুরা। এ ধরনের প্রতিযোগিতায় বেড়ে যাচ্ছে শিক্ষাবাণিজ্য। ধনী-গরিবের লেখাপড়ায় বাড়ছে বৈষম্য। অধিকতর শিক্ষাব্যয় বহনে পিছিয়ে আছেন মধ্যবিত্ত আয়ের অভিভাবকরাও।

২০১৭ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোয়। কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামনে অপেক্ষারত অভিভাবদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শিক্ষাদান পদ্ধতি নিয়ে আস্থাহীনতার কারণে সরকারি স্কুলগুলোর প্রতি আকর্ষণ নেই অভিভাবকদের। বেসরকারি স্কুলে ভর্তির সুযোগ না পেয়ে বিকল্প হিসেবে বেছে নেন সরকারি স্কুল। অবশ্য এমন বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্টরা। তাদের বক্তব্য, নামিদামি স্কুলে সন্তান লেখাপড়া করলে সামাজিক মর্যাদা বাড়ে এমন ধারণা থেকেই অভিভাবকরা সরকারি স্কুলবিমুখ।

তেজগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদনে ইচ্ছুক অভিভাবক

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৪

নামিদামি স্কুলে দৌড়ঝাঁপ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) নুরুল ইসলাম গতকাল আমাদের সময়কে বলেন, তার সন্তানের জন্য
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল থেকেও ফরম নেবেন। কোনো কারণে ওখানে ভর্তির সুযোগ না
হলে সরকারি স্কুলে পড়াবেন ছেলেকে। আরেক অভিভাবক তাসলিমা খানম জানান,
সরকারি স্কুলে ঠিকমতো লেখাপড়া হয় না। শিক্ষক থাকে না। বাচ্চাদের জন্য নেই কড়া
শাসন। সরকারি বলে ছাত্রছাত্রীদের ফলাফল নিয়ে শিক্ষকদের চিন্তা করতে হয় না। তাই
বাধ্য হয়েই বেসরকারি ভালো স্কুলে দৌড়াতে হয়। নামিদামি স্কুলে সন্তানদের লেখাপড়ায়
কি সামাজিক মর্যাদা বাড়ে? এমন প্রশ্নে এই অভিভাবক জানান, সবাই তো স্ট্যাটাসের জন্য
যায় না, ভালো লেখাপড়া হয় এজন্য বেসরকারি স্কুল পছন্দ। রাজধানীর সরকারি ভালো
স্কুলগুলোর অন্যতম মতিঝিল বালক উচ্চ বিদ্যালয়। এখানে ভর্তির আবেদন করবে একজন
সরকারি চাকরিজীবীর সন্তান। নাম না প্রকাশ করার শর্তে জানান তিনিও মতিঝিল
আইডিয়াল থেকে ফরম নেবেন। এই স্কুলের এক শিক্ষক আক্ষেপ করে প্রতিবেদককে
বলেন, নামিদামি বেসরকারি স্কুলে সন্তান পড়ালেখা করলে অভিভাবকরা গর্বিত বোধ
করেন। ফল ভালো হলেও সরকারি স্কুলে আসতে চায় না। তিনি বলেন, যখন কেউ
বেসরকারি স্কুলে সুযোগ পায় না, তখন সরকারি স্কুলে আসে। ভিকারুননিসা নূন স্কুলে
ভর্তির জন্য সন্তানের নতুন জন্মসনদ নিয়ে অনলাইনে আবেদন করছেন কোনো কোনো
অভিভাবক। অয়্যারলেস গেট এলাকার একটি কম্পিউটারের দোকানে দেখা যায় অনলাইনে
আবেদনকারীদের ভিড়। একজন অভিভাবক জানান, বাচ্চারা একটু আপডেট না হলে ভর্তি
করানো কষ্ট হয়। এ জন্য কোচিং বা এক-দুই বছর লেখাপড়া করে ক্লাসওয়ানে ভর্তির
আবেদন করছেন। এ ক্ষেত্রে তারা শিশুর বয়স কমিয়ে নিচ্ছেন নতুন জন্মসনদ।

কেন আস্থার জায়গায় নেই সরকারি স্কুল? জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক
শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমিক শাখার পরিচালক প্রফেসর মো. ইলিয়াছ হোসেন আমাদের
সময়কে বলেন, সব সরকারি স্কুলে লেখাপড়া খারাপ হয়– এমন অভিযোগ সঠিক নয়।
অনেক সরকারি স্কুল বিশেষ করে জেলা সদর এবং রাজধানীর কয়েকটি স্কুলে ভর্তিতে
অনেক প্রতিযোগিতা হয়। শিক্ষক সংকটের অভিযোগ কিছুটা সত্য। কারণ দীর্ঘদিন নিয়োগ
বন্ধ আছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আলমগীর আমাদের
সময়কে বলেন, সব সরকারি বিদ্যালয়ে লেখাপড়া খারাপ হয় এমন অভিযোগ সঠিক নয়।
বিগত কয়েকটি প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বেসরকারি
স্কুলের চেয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনেক ভালো ফল হয়েছে।

শিক্ষাবিদ প্রফেসর ইমেরিটাস ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, সরকারের পাশাপাশি
বেসরকারি উদ্যোগেও থাকবে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ, সেটা অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত ব্যয়ে। কিন্তু
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বাণিজ্যকরণ বেড়ে যাচ্ছে। ধনী-গরিবের লেখাপড়ায় বাড়বে
বৈষম্য। অধিকতর শিক্ষাব্যয় বহনে পিছিয়ে যাবে মধ্যবিত্ত আয়ের অভিভাবকরা।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী ঢাকা মহানগরীতে ৩টি ফিডার শাখাসহ
৩৮টি সরকারি এবং ৪৫৬টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সরকারি স্কুলে প্রথম
শ্রেণিতে মাত্র ১ হাজার ৬৮০টি আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। অন্য শ্রেণিতে ১০ হাজার
২৩৭টি ভর্তির আসন রয়েছে। তবে বেসরকারি স্কুলের সঠিক কোনো ভর্তির আসনের
পরিসংখ্যান নেই।

অভিভাবকদের পছন্দের তালিকায় আছে রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল অ্যান্ড কলেজ,
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল মডেল হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, উদয়ন উচ্চ
মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আ. রউফ
পাবলিক কলেজ, বীরশ্রেষ্ঠ নুর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মনিপুর উচ্চ
বিদ্যালয়, বিএফ শাহীন স্কুল, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, হলিক্রস উচ্চ বালিকা স্কুল ও
কলেজ, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, অগ্রণী স্কুল ও কলেজ, সেন্ট
জোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়, মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার
স্কুল অ্যান্ড কলেজ, জুনিয়র ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজ, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, গ্রিনফিল্ড
স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মাইল স্টোন কলেজসহ ৪০টি স্কুলে ভর্তি নিয়ে অভিভাবকরা রীতিমতো
যুদ্ধে নেমে পড়েন।